তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১১৪

**চট্টগ্রাম বিভাগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ চলমান**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে) :

চট্টগ্রাম বিভাগে করোনা মহামারির দ্বিতীয় ঢেউয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের বিভিন্ন ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম পুরোদমে চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা, ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা, শিশু খাদ্য ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ সহায়তা, ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা প্রভৃতি কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম জেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৮৩ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৬৯২ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল ভোগ করেছে ১ লাখ ৩৮ হাজার ৪৬০ জন দুস্থ, কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৮ কোটি ২৩ লাখ ৬৩ হাজার ৯৫০ টাকা। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৬৫ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১৫ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় এ পর্যন্ত ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ১২৪১টি পরিবার।

কক্সবাজার জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ১০ লাখ ৭৭ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে ১ কোটি ৪ লাখ ৩৫ হাজার ৩০০ টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৭ কোটি ৮৬ লাখ ২৭ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত  ১ কোটি ৬৮ লাখ ১৬ হাজার ৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে মোট ১ লাখ ৪৩ হাজার ৩৭৪টি প্রান্তিক পরিবার ও ৬ লাখ ৫৩ হাজার ৩০ জন মানুষ। তাছাড়া এ জেলায় ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৬৩৩টি পরিবার। জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৮ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৮ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

রাঙ্গামাটি জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৫৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে ২৩ হাজার পরিবার ও ৮১ হাজার ৯৫০জন প্রান্তিক কর্মহীন মানুষ। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জেলায় বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ যাবৎ ২১ হাজার ৫০০ পরিবারের মাঝে ৯৭ লাখ ২০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ১০ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১০ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা (জিআর ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ২৬ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৬,৪৮৮টি কর্মহীন পরিবারের মাঝে ৮৬ লাখ ৯২ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪৯ লাখ ২৫ হাজার ১৫০ টাকার মধ্যে অদ্যবধি ২৬ লাখ ২০ হাজার ২০০ টাকা ৫ হাজার ৭৬৮টি হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৮টি পরিবার।

বান্দরবান জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে ৫৪ লাখ টাকা ১০ হাজার ৭১৪টি দুস্থ পরিবারের সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে জেলাটিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২ কোটি ৬৫ লাখ ৮৬ হাজার ৯০০ টাকা যার মধ্যে এ যাবৎ ১২ হাজার ৩৭৯টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ৫৫ লাখ ৭০ হাজার ৬০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বান্দরবান জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৭ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৭ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৪২টি পরিবার।

পাতা-২

লক্ষ্মীপুর জেলায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে ১ কোটি ৫৪ লাখ ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে এ যাবৎ ১৪ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৫২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৩ কোটি ৩৭ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫০ টাকার পুরোটাই ইতোমধ্যে দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া লক্ষ্মীপুর জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ১৩ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

নোয়াখালী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৫৮ লাখ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত ১৮ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ৯০ লাখ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা (নগদ) খাতে এ জেলায় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৭ কোটি ৫৪ লাখ ৮৮ হাজার ৮৫০ টাকা যার মধ্যে অদ্যাবধি ৬ হাজার ৬৬৬টি দুস্থ পরিবারের মাঝে ২৯ লাখ ৯৯ হাজার ৭০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ৯৪টি পরিবার। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৯ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৯ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ফেণী জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৪১ লাখ ৭৫ হাজার টাকার মধ্যে ৬৫ হাজার ২৫০ টাকা ১০০টি দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ৬৫ লাখ ৬০ হাজার টাকার মধ্যে অদ্যাবধি ১৬ লাখ ০৮ হাজার ৭৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার সুফল লাভ করেছে ৩৬ হাজার ৮০০টি প্রান্তিক হতদরিদ্র পরিবার। তাছাড়া জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ ৬ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ আরো ৬ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

কুমিল্লা জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৩৮ লাখ টাকার মধ্যে ১ কোটি ২৮ লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৮ কোটি ৬০ লাখ ১৩ হাজার টাকার মধ্যে ৬৪ লাখ ৮৯ হাজার ৪৫০ টাকা মোট ৪০ হাজার ৭১টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে। জেলাটিতে শিশু খাদ্য ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ৪২ লাখ টাকা।তাছাড়া ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে জেলায় ত্রাণ সহায়তা পেয়েছে আরো ২ হাজার পরিবার।

চাঁদপুর জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ অর্থ সহায়তা খাতে ২ কোটি ৭২ লাখ ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে এ পর্যন্ত ২ কোটি ৩৮ লাখ টাকা ৪৭ হাজার ৬০০টি হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে জেলায় ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৪ কোটি ৫৫ লাখ ৫১ হাজার ২৫০ টাকা ১ লাখ ১ হাজার ২২৫টি দুস্থ পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জেলায় শিশু খাদ্য ক্রয় খাতে ৮ লাখ টাকা ও গো-খাদ্য ক্রয় খাতে আরো ৮ লাখ টাকা নগদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৯২ লাখ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ১৯ লাখ ২০ হাজার ৪০০ টাকা এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা হিসেবে বরাদ্দকৃত ৬ কোটি ১১ লাখ ১৯ হাজার ৯০০ টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত  ১ কোটি ৫৪ লাখ ৮৮ হাজার ২০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে যার ফলে উপকৃত হয়েছে মোট ৩৯ হাজার ৮২৯টি প্রান্তিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য অফিসারদের মাধ্যমে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্যসূত্রে এসব জানা গেছে।

#

ফয়সল/নাইচ/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১১৩

**ময়মনসিংহ বিভাগে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত**

ময়মনসিংহ, ২১ বৈশাখ (৪ মে) :

ময়মনসিংহ বিভাগে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মোকাবেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মানবিক কর্মসূচির আওতায় ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৫১৫টি পরিবারের মাঝে ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে ৭৮ লাখ ৮২ হাজার টাকা নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ বিভাগের নেত্রকোনা জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৯ হাজার ৫০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ভিজিএফ (আর্থিক সহায়তা) হিসেবে ৪ হাজার পরিবারের মাঝে ১৮ লাখ টাকা নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।

#

মাহমুদুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১১২

**রাজশাহী বিভাগে করোনাকালীন  সরকারি সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে) :

রাজশাহী  বিভাগে করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের বিভিন্ন ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা ও ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় গরিব, অসহায়, দুস্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন  জেলার জেলা  ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

           রাজশাহী  জেলায়  কোভিড-১৯ মোকাবেলায় নগদ অর্থ সহায়তা খাতে  এ পর্যন্ত ৫০ হাজার ১০০ হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ২ কোটি ৪২ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে । ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৫৫ হাজার ৭৯০ পরিবারের মাঝে ৭ কোটি ১০  লাখ ৫ হাজার ৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

            নওগাঁ জেলায় করোনা ভাইরাস  মোকাবিলায় সরকারের  মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত  ২ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৮৯  পরিবারকে  মানবিক   সহায়তা   প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ হাজার ২৫০  পরিবারের মাঝে ৩০৫ মেট্রিক টন চাল বিতরণ  করা হয়েছে। ২১ হাজার ৫৫১  পরিবারকে  নগদ ২ কোটি ২১ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। ভিজিএফ  আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায়  ৯৭ হাজার ৭৬০ পরিবারের মাঝে  ১ কোটি ৯৫ লাখ ১০ হাজার ২০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ১০ টাকা কেজি দরে ১ লাখ ১৮ হাজার  ৯২৮ পরিবারের মাঝে  ১৭ হাজার ৭৯৪ মেট্রিক টন চাল   বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, করোনায় গবাদি  পশুকে বাঁচিয়ে রাখতে এ জেলায় ১১ লাখ টাকা গো-খাদ্য হিসেবে  বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং দরিদ্র খামারিদের মাঝে  বিতরণ করা হচ্ছে ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়  কোভিড-১৯ মোকাবিলায় নগদ অর্থ সহায়তা খাতে  এ পর্যন্ত ২৫ হাজার  হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ২৫ লাখ  টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ১৮ হাজার ৯৪ পরিবারের মাঝে ৫ কোটি ৩১  লাখ ৪২ হাজার ৩০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

নাটোর জেলায় করোনার মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় জিআর (ক্যাশ) নগদ খাতে   বিভিন্ন হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ১ কোটি ৪৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা ১ লাখ ১৯ হাজার ৬০০ জনের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। জেলায় ভিজিএফ সহায়তা (নগদ) অর্থ খাতে বরাদ্দকৃত ৫ কোটি ৪৩ লাখ ৭৪ হাজার ৪০০ টাকা  দুস্থ, অসহায় পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে।  এছাড়া শিশু খাদ্য ও গো খাদ্য হিসেবে  শাপলা করে মোট ১৪ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা অচিরেই বিতরণ হবে।

বগুড়া জেলায় জিআর (ক্যাশ) খাতে বরাদ্দকৃত ২ কোটি ৫২ লাখ ৫০ হাজার  টাকা ৪০ হাজার ২০০ পরিবারের  মাঝে এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে বরাদ্দকৃত ৯ কোটি   ৮৩ লাখ ৩৪ হাজার ৪৫০  টাকার  ২ লাখ ১৮ হাজার ৫২১ পরিবারের  মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া  গো খাদ্য হিসেবে ১২ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা অচিরেই বিতরণ হবে।

পাবনা  জেলায় আজ জিআর (ক্যাশ) খাতে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা ১ হাজার ৮৪ জনের  মাঝে এবং ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা খাতে  ২০ লাখ ৭৯ হাজার ৪৫০  টাকার  ১৮ হাজার ৪৮৪ জনের  মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া  গো খাদ্য হিসেবে ৯ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা অচিরেই বিতরণ হবে।

            বিভাগের অন্যান্য জেলাতেও একইভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

#

মারুফ/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১১১

**রংপুর বিভাগে করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে) :

কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রংপুর বিভাগের জেলাগুলোতে আজ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে সরকারি ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

কুড়িগ্রাম পৌরসভায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত  ও দরিদ্র-অসহায় ১ হাজার ২০০ পরিবারের মাঝে নগদ ৪৫০ টাকা করে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ১৮৭৫টি পরিবার, নাগেশ্বরী উপজেলায় ৬২৫০টি পরিবার, ফুলবাড়ি উপজেলায় ২৫০০টি পরিবার ও রাজারহাট উপজেলায় ১৮৭৫টি পরিবারের কর্মহীন-দরিদ্র-অসহায় মানুষের মাঝে ৪০০ টাকা করে বিতরণ করা হয়েছে।

নীলফামারী জেলায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৮০৩টি পরিবারের মাঝে নগদ ৯ লাখ ১ হাজার ৫০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ৭টি পরিবারকে শুকনো খাবারের প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে।

আজ দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪ হাজার ৫০০ গরিব-দুস্থ-অসহায় মানুষকে নগদ ৫শত টাকা করে দিয়েছে উপজেলা পরিষদ।

গাইবান্ধা জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন ইতোমধ্যে জেলায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ও গরিব-দুস্থ-অসহায় ২ হাজার ৬৯৮টি পরিবারকে ৪৮৪ টাকা করে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এছাড়া ৬৭৮৯টি পরিবারকে নগদ ৪৫০ টাকা করে ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।

গতকাল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় সরকারের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায়  ১ হাজার ৬৬৮টি পরিবারকে ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং আটোয়ারী উপজেলায় ৫৫৫টি পরিবারকে ২ লাখ ৫০ হাজার  টাকা নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় আটোয়ারী উপজেলায় ১১৮০টি পরিবারকে নগদ ২৯ লাখ ৯৯ হাজার ৭০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

#

রেজাউল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৯১৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১১০

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২১ হাজার ৯৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১ হাজার ৯১৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৭ লাখ ৬৫ হাজার ৫৯৬ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় ৬১জন-সহ এ পর্যন্ত ১১ হাজার ৭০৫ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৬ লাখ ৯৫ হাজার ৩২ জন।

#

হাবিবুর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১০৯

**সরকারের সমালোচক দুস্থ সাংবাদিকের জন্যও সহায়তা**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

সরকারের সমালোচনাকারী সাংবাদিক যদি দু:স্থ হন, তার জন্যও কল্যাণ ট্রাস্টের সহায়তা উন্মুক্ত বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক  ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর কাকরাইলে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে  সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট হতে ২০২০-২১ অর্থবছরের সহায়তা চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন।

ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান, সচিব খাজা মিয়া বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে সভাপতি মোল্লা জালাল, যুগ্ম মহাসচিব আব্দুল মজিদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু।

সাংবাদিকবান্ধব  আওয়ামী লীগ সরকার  গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বিকাশ নিশ্চিত করেছে ও  তা অব্যাহত আছে উল্লেখ করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'বাংলাদেশের গণমাধ্যম যে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে, উন্নয়নশীল দেশের জন্য তা নজিরবিহীন। দেশের স্বার্থে,  বহুমাত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেয়া ও রাষ্ট্রের বিকাশের স্বার্থে এটি প্রয়োজন, সে বিশ্বাস নিয়েই আমরা কাজ করছি।'

যে সমস্ত সাংবাদিক আমাদের বিরোধিতা ও সমালোচনা করেন, তাদের জন্যও এই ট্রাস্টের সহায়তা উন্মুক্ত, বলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্র সবার জন্য। যিনি আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করেন, তিনি যদি দুস্থ হন, আমাদের নীতিমালার মধ্যে পড়েন, এই সহায়তা তার জন্যও উন্মুক্ত এবং এটি আমরা বাস্তবায়ন করেছি।'

তথ্যমন্ত্রী এসময় তার উদ্যোগে রমজানের পূর্বে দেয়া করোনাকালীন বিশেষ বরাদ্দ ২ কোটি টাকা ঈদের আগে সাংবাদিকদের মাঝে বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

গণমাধ্যম নিয়ে বিএনপি'র অবস্থান প্রসঙ্গে ড. হাছান বলেন, 'বিএনপি’র পক্ষ থেকে নানা সমালোচনা করা হয়, কেউ কেউ বিবৃতি দেয় আবার কেউ কেউ জাতিসংঘের কাছে চিঠি লেখে। সেই চিঠি লেখা আর বিএনপি’র বিবৃতি আসলে একসূত্রে গাথা ও এগুলো বৃহত্তর রাজনীতির একটা অংশ ছাড়া কিছু নয়।'

বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার করোনা চিকিৎসা প্রসঙ্গে মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, একজন জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, আমি তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। করোনাকে পরাভূত করে তিনি আবার সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে যান, এটিই মহান স্রষ্টার কাছে আমার প্রার্থনা।'

একইসাথে বেগম জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেয়া প্রসঙ্গে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে ড. হাছান বলেন, করোনার চিকিৎসা সব দেশে একইরকম এবং আমাদের দেশের চিকিৎসা অনেক ভালো। তাই করোনার চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার বিষয়টি আমার বোধগম্য নয়।

পাতা-২

প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান তার বক্তৃতায় সাংবাদিকদের কল্যাণে আওয়ামী লীগ সরকারের একাগ্রতার কথা তুলে ধরেন। সচিব খাজা মিয়া এ আয়োজনের জন্য সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টকে ধন্যবাদ জানান।

এদিন সহায়তাপ্রাপ্তদের মধ্যে ৩০ জনের হাতে চেক হস্তান্তর করেন অতিথিবৃন্দ। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ২০০ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারের সদস্যকে ২ কোটি ৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদানের কার্যক্রম চলছে বলে জানিয়েছে ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ।

২০১৪ সালের ৮ জুলাই গেজেটে প্রকাশিত ‘বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪’ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায়  ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৯৬ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারের সদস্যকে ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১ কোটি ৯৮ লাখ টাকা ২৩১ জনকে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২ কোটি ৬৯ লাখ টাকা ৩০৩ জনকে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২ কোটি ৯০ লাখ টাকা ৩৩৯ জনকে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১ কোটি ৬৯ লাখ ২৫ হাজার টাকা ১৯৯ জনকে দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে  করোনাকালীন বিশেষ অনুদান হিসেবে ৩ হাজার ৩৩৫ জনকে ১০ হাজার করে ৩ কোটি ৩৫ লাখ টাকা দেয়া হয়। সবমিলে গত অর্থবছর পর্যন্ত ট্রাস্ট ৪ হাজার ৬৪০ জন সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারকে ১৪ কোটি ৭ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিলে সিডমানি হিসেবে জমা হয়েছে ৪৩ কোটি ৮ লাখ ২৭ হাজার ৮১ টাকা। এছাড়াও করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় সাংবাদিকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ট্রাস্টকে ১০ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছেন।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১০৮

**১৮৬টি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প একনেকে অনুমোদিত**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

আজ রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের  এনইসি সম্মেলন কক্ষে  অনুষ্ঠিত   একনেক বৈঠকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত দেশের ১৮৬টি উপজেলায়  সাড়ে ষোলশত কোটি টাকা ব্যয়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরেবাংলা নগরের  এনইসি সম্মেলন কক্ষে  অনুষ্ঠিত   একনেক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

একনেক সভা শেষে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, আজকে অনুষ্ঠিত ২৪তম একনেক বৈঠকে  যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত দেশের  ১৮৬টি উপজেলায় সাড়ে ষোলশত কোটি টাকা ব্যয়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এটি ক্রীড়াঙ্গনের জন্য  নিঃসন্দেহে একটি বড় সুসংবাদ। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই  আনুষ্ঠানিকতা শেষে এ সকল স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এ সকল স্টেডিয়াম  দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও খেলাধুলাকে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং দেশের ক্রীড়াঙ্গনে নবজাগরণের সৃষ্টি হবে।

উল্লেখ্য,  ইতিপূর্বে  যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

#

আরিফ/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৮১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১০৭

**খুলনা বিভাগে অসহায় জনগণের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

কোভিড-১৯ মোকাবিলার অংশ হিসেবে আজ খুলনা বিভাগের খুলনা, যশোর, মাগুরা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, সাতক্ষীরা ও নড়াইল জেলায় করোনায় কর্মহীন মানুষের মাঝে নগদ অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে খুলনা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আজ (মঙ্গলবার) দুপুরে শহিদ হাদিস পার্কে করোনায় কর্মহীন খুলনা নগরীর পাঁচশত নারী শ্রমিকের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক। ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল। অনুষ্ঠানে নগরীর ১৬ থেকে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে বসবাসকারী পাঁচশত কর্মহীন নারী শ্রমিকের মাঝে চাল, ডাল, আলু, তেল, সবজি ও মুরগির মাংস বিতরণ করা হয়।  
  
 যশোর জেলায় অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ হিসেবে ২৩ হাজার ৪ শত ৮০টি পরিবারের মাঝে ১ কোটি ১৭ লাখ ৪০ হাজার ৭ শত টাকার নগদ অর্থ এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১ লাখ ৩৯ হাজার ৪ শত ৬০টি পরিবারের মাঝে ৬ কোটি ২৭ লাখ ৫৭ হাজার টাকার নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। এছাড়া, ৩৩৩ কল এর মাধ্যমে ১ হাজার ৪ শত ২০টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ত্রাণ হিসেবে ৪ হাজার পরিবারের মাঝে ২০ লাখ টাকার নগদ অর্থ এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৩  হাজার পরিবারের মাঝে ১৫ লাখ টাকার নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ৩৩৩ কল এর মাধ্যমে ২০ টি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়া জেলায় ৬ শত ৪১টি পরিবারের মাঝে ৬ লাখ ৪০ হাজার  টাকার নগদ অর্থ এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১ হাজার ২ শত ৯৩টি পরিবারের মাঝে ৫ লাখ ৮১ হাজার ৮ শত ৫০ টাকার নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়।

মাগুরা জেলায় আজ ১ শত পরিবারের মাঝে ৫ শত টাকার মধ্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।  এছাড়া  জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে ৩০টি পরিবারের প্রত্যেককে ৭ কেজি চাল ও ১ কেজি করে ডাল খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।  
  
 মেহেরপুর জেলায়  জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ৫০০টি পরিবারের মাঝে ২ লাখ টাকার নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।  নড়াইল জেলায় করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া ১শত ৬০ পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা ও নগদ অর্থ প্রদান করা হহয়েছে।

#

দীপংকর/পাশা/রফিকুল/রেজাউর/২০২১/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১০৬

**প্রধানমন্ত্রী  আগামী ৬ মে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার**

**‘নবসৃষ্ট অবকাঠামো ও জলযান’ উদ্বোধন করবেন**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

আগামী বৃহস্পতিবার ৬ মে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার নবসৃষ্ট ‘চারটি মেরিন একাডেমী; পায়রা বন্দর পুনর্বাসন প্রকল্পের ৫০০টি বাড়ি; বিআইডব্লিউটিএ’র ২০টি ড্রেজার ও ৮৩টি ড্রেজার সহায়ক জলযান, একটি প্রশিক্ষণ ও একটি বিশেষ পরিদর্শন জাহাজ এবং একটি ড্রেজার বেইজ; বিআইডব্লিউটিসি’র দু’টি যাত্রিবাহী জাহাজ’ উদ্বোধন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর উদ্বোধন করবেন।

অবকাঠামো ও জলযানগুলোর মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ’র ২০টি কাটার সাকশন ড্রেজার, ৮৩টি ড্রেজার সহায়ক জলযান, প্রশিক্ষণ জাহাজ ‘টিএস ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী (দাদা ভাই)’, বিশেষ পরিদর্শন জাহাজ ‘পরিদর্শী’, নবনির্মিত নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বেইজ; বিআইডব্লিউটিসি’র দু’টি উপকূলীয় যাত্রিবাহী জাহাজ ‘এমভি তাজউদ্দীন আহমদ’ ও ‘এমভি আইভি রহমান’; পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের ‘পায়রা আবাসন’ পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং পাবনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট মেরিন একাডেমি।

এসব অবকাঠামো এবং জলযান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে নৌসেক্টরের উন্নয়নে নতুন মাত্রা সংযোজন করবে। মুজিব শতবর্ষ  ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশে তৈরি ২০টি কাটার সাকশন ড্রেজারসহ শতাধিক নৌযান একসাথে উদ্বোধন বাংলাদেশের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ‘নবসৃষ্ট অবকাঠামো ও জলযান’ নদীর নাব্যতা রক্ষা, নৌপথ উন্নয়ন, উপকূলীয় এলাকার যাত্রী পরিবহণ ও দক্ষ নৌকর্মী গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন ও আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খননে সরকার বদ্ধপরিকর। এলক্ষ্যে ২০টি ড্রেজার এবং ৮৩টি ড্রেজার সহায়ক জলযান প্রস্তুত করা হয়েছে। নৌপথ খনন ও নাব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ২০১৫ সাল পর্যন্ত ১৮টি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়।  বর্তমানে ২০টি ড্রেজার বিআইডব্লিউটিএ’র বহরে যুক্ত হয়ে মোট ৪৫টি ড্রেজারের শক্তিশালী ইউনিট সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া বর্তমান মেয়াদে ৩৫টি ড্রেজার সংগ্রহের লক্ষ্য রয়েছে ।

বিআইডব্লিউটিসির উপকূলীয় যাত্রিবাহী জাহাজ ও সি-ট্রাক বহরকে দক্ষ ও যুগোপযোগী করতে নবনির্মিত অত্যাধুনিক যাত্রিবাহী জাহাজ ‘এমভি তাজউদ্দীন আহমদ’ ও ‘এমভি আইভি রহমান’ নির্মাণ করা হয়েছে।  জাহাজ দু’টি কুমিরা-গুপ্তছড়া এবং চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ-হাতিয়া-বরিশাল রুটে চলাচল করবে। এ জাহাজ দু’টির মাধ্যমে বছরে ৬ দশমিক ৩০ লাখ যাত্রী পরিবহণ সম্ভব হবে। এর আগে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যাত্রিবাহী জাহাজ ‘এমভি বাঙালি’ ও ‘এমভি মধুমতি’ উদ্বোধন করেছিলেন। বিআইডব্লিউটিসি’র আরো ৩৫টি বাণিজ্যিক ও ৮টি সহায়ক জলযান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দর পায়রা বন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে অধিগ্রহণ করা জমির মালিকদের পুনর্বাসনের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ৫০০টি বাড়ি হস্তান্তর করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে ৩ হাজার ৪২৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হবে। তাদের জন্য জীবন ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।  
বিশ্ব নৌবাণিজ্য অর্থনীতিতে অবদান রাখা ও সমুদ্রগামী জাহাজে দেশের নাবিকদের চাকরির বিশাল সুযোগকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে পাবনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেটে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন চারটি মেরিন একাডেমি। যেখানে ক্রমান্বয়ে বছরে ৪০০ ক্যাডেটের পাশাপাশি সমুদ্রগামী মেরিনাররা বিভিন্ন ধাপে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১০৫

**বরিশাল বিভাগে করোনাকালীন সরকারি মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

বরিশাল বিভাগের কোভিড-১৯ দ্বিতীয় ঢেউ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন হয়ে পড়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের বিভিন্ন জেলায় নগদ অর্থ সহায়তা ও ভিজিএফ আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় গরিব, অসহায়, দু:স্থ দিনমজুরসহ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এসব ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ভোলা জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলা এ পর্যন্ত নগদ অর্থ সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ৬৪৫টি পরিবার বা ২ হাজার ২৫৮ জনের মাঝে ৪ লাখ ৭৫ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ১৫১ টি পরিবার বা ৫২৫ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বরগুনা জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলা এ পর্যন্ত নগদ অর্থ সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ২৭ হাজার ৩৬১টি পরিবার বা ১ লাখ ৯ হাজার ৪৪৪ জনের মাঝে ১ কোটি ২৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ১ লাখ ৩০ হাজার ১২২টি পরিবার বা ৫ লাখ ২০ হাজার ৪৮৮ জানের মাঝে ৫ কোটি ৮৫ লাখ ৫৪ হাজার ৯০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ৭টি পরিবার বা ২৮ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

ঝালকাঠি জেলায় কোভিড-১৯ মোকাবিলা এ পর্যন্ত নগদ অর্থ সহায়তা খাতে এ পর্যন্ত ৩ হাজার ৭৬২টি পরিবার বা ১৬ হাজার ৩৮০ জনের মাঝে ১৮ লাখ ১৮ হাজার ৪৫০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ১৩ টি পরিবার বা ৫৩ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

পিরোজপুর জেলায় এ পর্যন্ত ১ হাজার ৫০৫টি বা ৭ হাজার ৫২৫ জনের মাঝে ৮ লাখ ২০ হাজার টাকা (নগদ অর্থ) বিতরণ করা হয়েছে। ভিজিএফ আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ৬৩৬ টি পরিবার বা ৩ হাজার ১৮০ জনের মাঝে ২ লাখ ৮৬ হাজার ২০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ২০টি পরিবার বা ৮০ জনের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

পটুয়াখালী জেলায় এ পর্যন্ত ৩ লাখ ১৫ হাজার ১৩৭টি পরিবার বা ১২ লাখ ৬০ হাজার ৫৪৮ জনের মাঝে ১৪ কোটি ১৮ লাখ ১১ হাজার ৬৫০ টাকা ভিজিএফ অর্থিক সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩৩৩ এ কলের মাধ্যমে ২৫টি বা ১১২ জনকে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

জেলাসমূহের জেলা তথ্য এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১০৪

**পদ্মা সেতু চালুর দিন সেতুর উপর ট্রেন চলবে**

**-- রেলপথ মন্ত্রী**

মুন্সিগঞ্জ, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

           রেলপথ মন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, আগামী বছর যখন পদ্মা সেতু চালু হবে একই দিনে পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে মাওয়া প্রান্ত থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেন চলবে।

           রেলপথমন্ত্রী আজ মুন্সীগঞ্জের মাওয়ায় পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের ভায়াডাক্ট-২ এর মাওয়াপ্রান্ত পদ্মা সেতুর সাথে সংযোগ স্থাপন কার্যক্রম পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে এ ঘোষণা দেন।

মন্ত্রী এ সময় বলেন, মানুষের স্বপ্নের পদ্মা সেতু, দেশের অনেক বড় অর্জন। এটি দেশের একটি বৃহৎ সামর্থ্য।  পদ্মা সেতুতে সড়ক ও রেলপথ যুক্ত আছে। রেল অংশটি ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত ১৭২ কিলোমিটার দীর্ঘ। পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদ ২০২৪ সাল পর্যন্ত ধরা আছে।  তবে আগামী বছর পদ্মা সেতু উদ্বোধনের দিনে মাওয়া প্রান্ত থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত ট্রেন চালু অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী দ্রুত কাজ চলমান আছে।

রেলমন্ত্রী উল্লেখ করেন করোনা এবং লকডাউনের মধ্যেও প্রকল্পের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কার্যক্রম চলমান আছে। মাওয়া প্রান্তে পদ্মা সেতুর সাথে  সংযোগ ভায়াডাক্ট-২ সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। রেলমন্ত্রীর  উল্লেখ করেন এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত মাওয়া থেকে ভাঙ্গা সেকশন এর সার্বিক অগ্রগতি ৬৬ শতাংশ এবং সম্পূর্ণ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৪১ দশমিক ৫৯ শতাংশ।

মন্ত্রী মাওয়া প্রান্ত পরিদর্শন করে পরে শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে যান এবং সেখান থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত চলমান রেললাইন নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনের সময় সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক গোলাম ফখরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক ধীরেন্দ্র নাথ মজুমদার,  প্রকল্পের কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কাজের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ-সহ প্রকল্পের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শরিফুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১০৩

**জনগণকে সকল প্রকারে সাহায্য করছে সরকার  
 -- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশের মানুষকে যতপ্রকারে সহায়তা করা যায়, তার সবই করছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ সকল প্রকার অসহায় জনগোষ্ঠীকে সাহায্য করা হচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতা ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার একজন লোককেও গৃহহীন রাখবে না, সবাইকে গৃহ নির্মাণ করে দিচ্ছে ।

আজ মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলায় করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের মধ্যে বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকে কর্তৃক খাদ্য সহায়তা প্রদান  উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ সরকারি বাসভবন হতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির উদ্বোধনী বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে আছে। তিনি এসময় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, সংগঠন ও বিত্তবান মানুষকে সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানোর আহ্বান জানান। তিনি নিয়মিত হাত ধোয়া, বাড়ির বাইরে সবাইকে মাস্ক পরিধান এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা সহ সকল স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সায়েব আহমদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শামীম আল ইমরান, বড়লেখা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তাজ উদ্দিন, ইউকে ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়কারী সাংবাদিক কায়ছারুল ইসলাম সুমন প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বড়লেখা ফাউন্ডেশন ইউকের সভাপতি রেজাউল ইসলাম মিন্টু।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত ২ শত ৫০ পরিবারকে চাল, ডাল, আলু, তেল সেমাইসহ ১ হাজার টাকার প্যাকেট বিতরণ করা হয় ।

#

দীপংকর/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১০২

**খাদ্যশস্য সংগ্রহে কৃষক যেন হয়রানির শিকার না হয়**

**-- খাদ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, চলতি বোরো মৌসুমে সঠিক সময়ে নতুন ফসল ঘরে তুলতে পারলে খাদ্যের সমস্যা হবে না। খাদ্যশস্য সংগ্রহে ধানকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং কৃষক যেন কোনোভাবেই হয়রানির শিকার না হয়।

আজ মন্ত্রীর মিন্টো রোডস্থ সরকারি বাসভবন থেকে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সাথে অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ সংক্রান্ত অনলাইন মতবিনিময় সভায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

ভিডিও কনফারেন্সে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আওতাধীন প্রতিটি জেলার করোনা মোকাবিলা পরিস্থিতি, চলতি বোরো ধান কাটা-মাড়াই, সরকারিভাবে ধান চাল সংগ্রহসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, কৃষকের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তাদের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য ধান-চাল কেনার ক্ষেত্রে ধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এবারের বোরো মৌসুমে ৬ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধান সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে এবং ১১ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল ক্রয় করা হবে। যা করোনা দুর্যোগ মোকাবিলায় সহায়ক হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী আরো বলেন, খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ করোনা মোকাবিলা করে এই সংগ্রহ কার্যক্রম চালাচ্ছেন। এজন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। খাদ্যশস্য সংগ্রহে যাতে কোনো অনিয়ম না হয় সেজন্য খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তীক্ষ দৃষ্টি রাখতে বলেন সাধন চন্দ্র মজুমদার। এছাড়া সংগ্রহ কার্যক্রমে সকলকে সহযোগিতা ও করোনা মোকাবিলায় সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখার আহ্বান জানান তিনি।

কোনো কৃষক যেন খাদ্যগুদামে ধান দিতে এসে  ফেরত না যায় এবং কোনোভাবেই যেন কৃষক হয়রানি না হয় সেজন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সতর্ক করেন খাদ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খামালের উচ্চতা বৃদ্ধি করাসহ কিছু দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ দেন তিনি।

ভিডিও কনফারেন্সে খাদ্য সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক সহ খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট, নাটোর, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর, পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা ও দিনাজপুর জেলার জেলা প্রশাসক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও মিল মালিক প্রতিনিধিগণ বক্তব্য রাখেন।

#

সুমন/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭০৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২১০১

**নাটোরের সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জিন এক্সপার্ট মেশিনের মাধ্যমে**

**কোভিড-১৯ এর নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আরোগ্যের চেয়ে প্রতিরোধই শ্রেয় উল্লেখ করে মানবতার শত্রু করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষা পেতে ব্যক্তিগত সচেতনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বৈশ্বিক মহামারি পরিস্থিতিতে জরুরি প্রয়োজনে বাইরে গেলে নিয়মিত মাস্ক পরিধান করা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা , বাইরে থেকে এসে ২০ সেকেন্ড সাবান পানি দিয়ে হাত দেয়া ও ভ্যাকসিন গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই।

প্রতিমন্ত্রী আজ তাঁর নির্বাচনি এলাকা নাটোরের সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য "কমপ্লেক্সের জিন এক্সপার্ট মেশিনের" মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, সচেতন ভাবে চলাফেরার মাধ্যমে করোনায় আক্রান্তের হাত থেকে নিজেকে এবং ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবারকে রক্ষা একই সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

প্রতিমন্ত্রী সিংড়া ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১০০ শয্যার হাসপাতালে উন্নীত করা হবে উল্লেখ করে বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি আধুনিক, আদর্শ, সেবাধর্মী ও কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট সকল আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। হাসপাতালের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সমাধান করা হবে বলেও তিনি জানান।

সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হয়ে বক্তৃতা করেন নাটোর জেলা প্রশাসক শাহ মো: রিয়াজ, নাটোর জেলা সিভিল সার্জন ডা. কাজী মিজানুর রহমান ও নাটোর জেলা পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা।

পরে প্রতিমন্ত্রী সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জিন এক্সপার্ট মেশিনের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

উল্লেখ্য,তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে আগত ১২ জনকে জিন এক্সপার্ট মেশিনে সেবা প্রদান করা হয়।

#

শহিদুল/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২১০০

**একনেকে ১০ টি প্রকল্প অনুমোদন**

ঢাকা, ২১ বৈশাখ (৪ মে) :

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটি (একনেক) প্রায় ১১ হাজার ৯০১ কোটি ৩৩ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ১০ টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৮ হাজার ৯৯১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক উৎস হতে ঋণ ২ হাজার ৯৯ কোটি ৯১ লাখ টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৮০৯ কোটি ৯৮ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ গণভবনের সাথে সংযুক্ত হয়ে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের “অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন (১ম পর্যায়)” প্রকল্প; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের “সাইনবোর্ড-মোড়েলগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী সড়কের (আর-৭৭৩) ১৭তম কিলোমিটারে পানগুচি নদীর ওপর পানগুচি সেতু নির্মাণ” প্রকল্প; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের “উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম (২য় পর্যায়)” প্রকল্প; সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের “গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ” প্রকল্প; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প যথাক্রমে “রাঙ্গামাটি জেলার কারিগর পাড়া হতে বিলাইছড়ি পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ” প্রকল্প এবং “কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প যথাক্রমে “চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ” প্রকল্প এবং **“**তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকার পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ” প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের “বাপবিবো’র বৈদ্যুতিক বিতরণ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ক্ষমতাবর্ধন (খুলনা বিভাগ)” প্রকল্প ।

পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান; কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম; শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক; বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ. ম. রেজাউল করিম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক; পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদুর/অনসূয়া/শাম্মী/জসীম/কুতুব/২০২১/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৯৯

**খুলনায় কর্মহীন নারী শ্রমিকদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ**

খুলনা, ২১ বৈশাখ (৪ মে):

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে খুলনা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে করোনায় কর্মহীন খুলনা নগরীর পাঁচশত নারী শ্রমিকের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। নগরীর ১৬ থেকে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে বসবাসকারী পাঁচশত কর্মহীন নারী শ্রমিকের মাঝে চাল, ডাল, আলু, তেল, সবজি ও মুরগির মাংস বিতরণ করা হয়।

আজ নগরীর শহিদ হাদিস পার্কে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক। এসময় জুমে সংযুক্ত হয়ে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য সেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় সিটি মেয়র বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে কোন মানুষ না খেয়ে থাকবে না। সে লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে প্রায় ৩৮ লাখ নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে দুই হাজার পাঁচশত টাকা আর্থিক সহায়তা বিতরণ শুরু করেছেন।

এছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জে করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক সহায়তা কর্মসূচির অংশ হিসেবে দিনমজুর, রিকশাচালক, ভ্যানচালক, পরিবহন শ্রমিক, চায়ের দোকানদার, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, তৃতীয় লিঙ্গসহ ক্ষতিগ্রস্ত ও কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে। সোমবারও ত্রাণ পেয়েছেন ৭০ জন দুস্থ ও কর্মহীন নারী। গতকাল বিকেলে শহরের হরিমোহন সরকারি স্কুল মাঠে ৭০ জন দুস্থ ও কর্মহীন নারীর হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ‍প্রশাসক মো. মঞ্জুরুল হাফিজ।

#

সুলতান/ফারুক/অনসূয়া/শাম্মী/জসীম/আসমা/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২০৯৮

**করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে অনন্য দৃষ্টান্ত**

**-গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ২১ বৈশাখ (৪ মে) :

গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ বলেছেন, করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশবাসী করোনার প্রথম ঢেউ সফলতার সাথে মোকাবিলা করেছে। দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলার ক্ষেত্রেও সরকারের সময়োপযোগী সঠিক পদক্ষেপের কারণে পরিস্থিতি যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

গতকাল ময়মনসিংহ সার্কিট হাউজ সংলগ্ন মাঠে জেলা প্রশাসন ময়মনসিংহ আয়োজিত ৫০০ পরিবহন শ্রমিক ও ১০০ অসহায় দরিদ্রের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ, সময়মতো টিকা সংগ্রহ ও প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা, লকডাউনে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী ও প্রণোদনা প্রদানের কারণে দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রসমূহ যেখানে করোনা মোকাবিলায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সেখানে বাংলাদেশ যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়েছে। এ সফলতার পিছনে মূল চালিকাশক্তি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব।

ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক মোঃ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র ইকরামুল হক টিটু, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ খান পাঠান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহজাহান মিয়া, মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এহতেশামুল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

#

রেজাউল/অনসূয়া/শাম্মী/জসীম/কুতুব/২০২১/১১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২০৯৭

**জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের ওপর অর্পিত বহুমূখী দায়িত্বের বাস্তবায়নে প্রয়োজন পর্যাপ্ত ও**

**টেকসই শান্তিরক্ষা বাজেট -রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা**

নিউইয়র্ক, ৪ মে :

আজ জাতিসংঘ সদরদপ্তরে অনুষ্ঠিত শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের বাজেট সেশনে প্রদত্ত বক্তব্যে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ওপর জোর দেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। এসময় তিনি বলেন, শান্তিরক্ষা মিশনসমূহের ওপর অর্পিত বহুমূখী দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য পর্যাপ্ত ও টেকসই শান্তিরক্ষা বাজেট প্রয়োজন এবং মিশনসমূহ যথোপযুক্ত বাজেট পেল কিনা তাও নিশ্চিত করা জরুরি। শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য ও পুলিশ প্রেরণকারী দেশগুলো যাতে তাদের শান্তিরক্ষী ও সাজ-সরঞ্জাম মোতায়েনের অর্থ যথাসময়ে পায় তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বর্তমানে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। বিশ্বের ৭টি মিশনে বাংলাদেশের প্রায় ৭ হাজার শান্তিরক্ষী কর্মরত রয়েছে।

কোভিড-১৯ অতিমারির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে শান্তিরক্ষীগণ বিশ্বের সংঘাত প্রবণ অঞ্চলে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে অব্যাহত ও নিবেদিতভাবে যে প্রচেষ্টাসমূহ চালিয়ে যাচ্ছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তাই এ বাজেট বরাদ্দকালে যাতে কোভিড-১৯ অতিমারির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় বাড়তি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় সে বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শেখ হাসিনা সরকারের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহের কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, শান্তিরক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়টি বাংলাদেশের নারী, শান্তি ও সুরক্ষা বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনার মূল কৌশলের একটি। শান্তিরক্ষা কার্যক্রম বিশেষ করে এর উচ্চপর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ কম থাকার বিষয়টিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। তিনি বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের সকল স্তরে নারীর পূর্ণ, কার্যকর এবং অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে অবশ্যই আমাদেরকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সাধারণ পরিষদের পঞ্চম কমিটির সভা প্রতিবছর মে মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

#

অনসূয়া/শাম্মী/জসীম/আসমা/২০২১/১০৪৫ ঘণ্টা